DEPARTMENT OF BENGALI

Bangla Natak

SEM - VI(Genl),Paper-DSE-IB

MONOMOHAN BASU

Dr.Swapna Das

মনোমোহন বসু(১৭ জুলাই ১৮৩১-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১২) ছিলেন একজন বিশিষ্ট নাট্যকার এবং এবং মঞ্চাধ্যক্ষ । মনোমোহন বসু ডেভিড হেয়ারের ছাত্র এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন । ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্যস্থ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । তিনি ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক । পরে এই পত্রিকা পাক্ষিক এবং মাসিক রূপেও প্রকাশিত হয়েছিল । তিনি পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের উপর একটি তথ্যভিত্তিক জীবনী দুলীন রচনা করে খ্যাতিলাভ হয়েছিলেন । তার লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই পদ্যমালা বেশ জনপ্রিয় ছিল ।
শুরুর দিকে মনোমোহন যাত্রা, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী, কীর্তন, বাউল নানা বিষয়ের সঙ্গীত রচনা করতেন ।

তৎকালীন যুগে যাত্রার মান খুবই নিচুস্তরে নেমে গিয়েছিল। মনোমোহন যাত্রাকে উন্নত করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করেন । তার রচিত নাটকগুলি বাইরে থেকে আধুনিক নাটকের মত ছিল কিন্তু ভিতর থেকে ছিল এদেশের যাত্রাধর্মী । এই নাটকগুলি যাত্রার মত খোলামঞ্চে এবং আধুনিক থিয়েটারের মত স্টেজ বেঁধেও অভিনয় করা যেত । এই সময়ে গীতাভিনয় নামক এক রকমের মিশ্রধর্মী ফর্ম তৈরি হয়েছিল । থিয়েটার ও যাত্রার মিশ্রন মনোমোহন তার নাটকগুলির মধ্যে করেছিলেন । যাঁদের স্টেজ বেঁধে থিয়েটার করার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না আবার থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং যাত্রাকেও পুরোপুরি ছাড়তে পারছিলেন না এরকম মানুষদের কাছে মনোমোহন খুবই জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেও ছিলেন ।

মনোমোহন বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় -এর সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক এবং নাট্যকার হিসাবে যুক্ত ছিলেন । এই সময়ে তিনি বেশ কিছু নাটক রচনা করেছিলেন । রামাভিষেক (প্রথম অভিনয়:

১৮৬৮), সতী (১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটকগুলি বহুবার অভিনীত হয়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

সতী নাটকটি বিয়োগান্তক হওয়াতে অনেকে আপত্তি করেন। তাই মনোমোহন একটি মিলনান্তক ক্রোড়অঙ্ক লিখে ছাপিয়ে এর সাথে জুড়ে দেন। বিয়োগান্তক নাটককে এভাবে ক্রোড়অঙ্ক জুড়ে মিলনান্তক করার এই হাস্যকর পদ্ধতি বাংলা যাত্রায় ছিল। কিন্তু মনোমোহনের ব্যবহারে বাংলা নাটকেও এই রীতি জনপ্রিয় হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে মনোমোহন উৎসাহী ছিলেন। নতুন যুগের এই থিয়েটারকে স্বাগত করে তিনি বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

মনোমোহন বেশ কয়েকটি রঙ্গালয়ে পেশাদারিভাবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাজ করেন। এবং বাংলা থিয়েটারের যুগবদলের সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে তিনি যাত্রাকে উন্নত এবং সঙ্গীতের অংশগুলিকে মার্জিত করেন।

নাট্যতালিকা[সম্পাদনা]

- রামাভিষেক(১৮৬৮)
- সতী (১৮৭৪)
- হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫)
- প্রণয় পরীক্ষা (১৮৬৯)
- পার্থপরাজয় (১৮৮১)
- রাসলীলা (১৮৮৯)
- আনন্দময় (১৮৯০)